সংবাদ

তারিখ JUL 26 2006
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

শিক্ষক-কর্মচারীদের নয়া কর্মসূচি

অবরোধ, বিক্ষোভ শেষে ২৩ আগস্ট হরতাল

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট ২৩ আগস্ট ঢাকায় অর্ধদিবস হরতালসহ নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ২৮ জুলাই জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনে পত্র প্রেরণ, ৩০ জুলাই জেলা ও উপজেলায় বিক্ষোভ সমাবেশ, ১ আগস্ট জেলা সদরে এক ঘণ্টা সড়ক ও নৌপথ অবরোধ, ২ থেকে ৫ আগস্ট শিক্ষক প্রতিনিধি সভা, ৬ আগস্ট জেলা সদরে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল, ২২ আগস্ট ঢাকায় শিক্ষক-কর্মচারী মহাবস্থান। গতকাল সংবাদ সম্মেলনে কর্মসূচি ঘোষণা করেন ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ।

এর আগে গতকাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের মহাসমাবেশের দ্বিতীয় দিনে সংহতি প্রকাশ করেন ১৪ দলসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। এ সময় আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর দাবি মেনে নেয়া সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গেলে শিক্ষকদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ সময় অনেক শিক্ষক উচ্চস্বরে বলতে থাকেন আওয়ামী লীগ সরকারে থাকার সময় তাদের দাবি মানা হয়নি। শিক্ষকরা বলেন, আন্দোলনের সময় অনেক নেতাই সংহতি জানিয়ে বলেন ক্ষমতায় গেলে সব দিয়ে দেব; কিন্তু ক্ষমতায়

নয়া : পৃ: ১১ ক: ৪

নয়া : কর্মসূচি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গেলে তারা বিপরীত ভূমিকা নেয়। এ ধরনের নেতাদের কোন প্রতিশ্রুতির দরকার নেই, আমাদের আন্দোলন আমরাই করব।

জানা গেছে, অর্থমন্ত্রী দেশের বাইরে থাকায় আর হারিছ চৌধুরীর ব্যস্ততার কারণে শিক্ষকদের সঙ্গে সরকারের আলোচনা পিছিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বলছেন, আলোচনার জন্য শিক্ষামন্ত্রীই যথেষ্ট, অর্থমন্ত্রী বা হারিছ চৌধুরীর প্রয়োজন নেই। শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে 'শিক্ষক-কর্মচারীরা সমাবেশ থেকে বাড়ি ফিরে যাওয়ার আগেই সরকারের প্রতিশ্রুতি পূরণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করার আহ্বান জানিয়েছেন। একই দাবি ১০ আগস্টের মধ্যে পূরণের আহ্বান জানানো হয়েছে জমি'আতুল মোদাররেছিনের মহাসমাবেশে।

সরকারের একটি সূত্র জানায়, শিক্ষকদের দাবি মেনে তাদের বেতনের ১০০ ভাগ সরকারি তহবিল থেকে দেয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণার আগে এ ব্যাপারে অর্থমন্ত্রীর অনুমোদন লাগবে। কিন্তু অর্থমন্ত্রী এখন বিদেশে থাকায় অনুমোদন নেয়া যাচ্ছে না। তিনি ফিরে এলে শিক্ষকদের কিছু দাবি মানার ঘোষণা দেয়া হতে পারে। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী এখন রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে দারুণ ব্যস্ত। এজন্য তিনিও শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনায় বসার সময় বের করতে পারছেন না। এ কারণে আলোচনায় বসার উদ্যোগ পিছিয়ে যাচ্ছে।

সূত্র থেকে জানা গেছে, আন্দোলনরত শিক্ষকদের একটি অংশের সঙ্গে হারিছ চৌধুরী আলোচনা করলেও পরে অন্য একটি অংশকে আলোচনার আমন্ত্রণ জানিয়েও তা বাতিল করে দেন। তাই বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার ধর্মঘট আপাতত শেষ হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। জানা গেছে, ২৮ তারিখ অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান দেশে ফেরার পর ফের আলোচনার উদ্যোগ নেয়া হতে পারে।

গতকাল এম শরিফুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটকে তথ্য উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু ফোনে এককভাবে আলোচনায় বসার প্রস্তাব দিলে তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন এবং সব সংগঠনকে এক সঙ্গে নিয়ে আলোচনায় বসার প্রস্তাব দেন। মন্ত্রী বিষয়টি ভেবে দেখবেন বলে জানিয়েছেন।

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের নেতা মাজহারুল হান্নান 'সংবাদ'কে জানান, ছাত্রছাত্রীদের কথা বিবেচনা করে সরকারের উচিত শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনায় বসা। কিন্তু সরকার নানা অজুহাতে আন্দোলনরত শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা না করে আন্দোলন আরও দীর্ঘস্থায়ীর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, সরকারের খেয়াল-খুশির কারণে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের যে ক্ষতি হচ্ছে তার জন্য সরকারকেই দায়ী থাকতে হবে বলে।

গত ৭ জুলাই থেকে সারাদেশের বেসরকারি মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসার শিক্ষকরা বেতন-ভাতাসহ সব ক্ষেত্রে সরকারি শিক্ষকদের সমান সুযোগ-সুবিধার দাবিতে লাগাতার ধর্মঘট পালন করছেন।

এদিকে ১০ দফা দাবিতে পলিটেকনিক শিক্ষকদের ৪ দিনের কর্মবিরতি ২১ জুলাই থেকে শুরু হয়। গতকাল শেষদিনের কর্মবিরতি পালন করেছেন তারা। বিসিএস সাধারণ শিক্ষকরা গতকাল শেষদিনের ক্লাস বর্জন কর্মসূচি পালন করেছেন। ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে ২০০০ বিধি পরিবর্তন বন্ধ করাসহ ১০ দফা দাবি বাস্তবায়ন না হলে আবারও ৫ থেকে ১০ আগস্ট কর্মবিরতি পালন করা হবে বলে সমিতির সভাপতি জানান।

জমি'আতুল মোদাররেছিনের মহাসমাবেশ থেকে বক্তারা আগামী ১০ আগস্টের মধ্যে জমি'আতুল মোদাররেছিনের ১১ দফা দাবি পূরণ করার জন্য সরকারকে আহ্বান জানিয়েছেন। এ সময়ের মধ্যে দাবি পূরণ করা না হলে কঠোর আন্দোলন কর্মসূচি দেয়া হবে বলেও বক্তরা জানান।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সভাপতি ইফতেখার আহমেদ খান সমিতির ১০ দফা দাবি আদায়ের জন্য ৪ দিনের ক্লাস বর্জন কর্মসূচি সফলভাবে পালন করায় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।